চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবনের দ্বিতীয় গ্রন্থ।

বুদ্ধবাণী

(বুদ্ধদেবের উপদেশ-সংগ্রহ)

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী
সঙ্কলিত

বজ্-বজ্—চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন
সন ১৩৩৪ সাল।

[মূল্য ।০ আনা]

প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী
চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন
বজ্ বজ্, পোঃ বজ্ বজ্, ২৪ পরগণা

মুদ্রাকর—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
২৯নং নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা

নিবেদন।

ভগবান বুদ্ধদেব যুগাবতারগণের মধ্যে অন্যতম। হিন্দুগণের দশাবতারের মধ্যে তিনি নবম অবতার। তাঁহার ধর্ম্ম নীতি-প্রধান ধর্ম্ম। তিনি তাঁহার গৃহী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিয়লন, সেই সকল উপদেশ অমূল্য রত্ন এবং তাহাদের অনুসরণ জগতে শান্তিদায়ক। তাহাদেরই কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল।

গৃহধর্ম্ম নামক অধ্যায়টি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

চিত্রগঞ্জ,
পোঃ আঃ বজবজ্।
জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি, ১৩৩৪।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী।

বুদ্ধবাণী

—:*:—

অনুক্রমণিকা।

বুদ্ধ-জীবনী।

জগতে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদের অন্যতম। এখন হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন শাক্যকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জন্ম।

ভগবান বুদ্ধদেব শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তু নগরের নিকটবর্ত্তী লুম্বিনী বনে এক শালবৃক্ষের তলে ভূমিষ্ঠ হন। কাশীর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন তাঁহার জনক এবং মহামায়া দেবী তাঁহার জননী। তাঁহার জন্মের সাত দিবস পরে তাঁহার জননী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার বিমাতা গৌতমী দেবী তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের বাল্যনাম সিদ্ধার্থ। গৌতমী দেবী তাঁহার লালনপালন করায় তিনি গৌতম নামে এবং শাক্যকুলে জন্মগ্রহণজন্য শাক্যসিংহ নামেও কথিত হইতেন।

বাল্য ও বিবাহ।

সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই ধ্যানপ্রবণ ছিলেন। তিনি অপরাপর বালকগণের ন্যায় বৃথা আমোদপ্রমোদে রত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই জীবের দুঃখ অনুভব করিতে এবং সেই বিষয়ে ভাবিতে থাকেন। নরপতি শুদ্ধোদন পূর্ব্বেই দৈবজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের সম্ভাবনা আছে, এবং সিদ্ধার্থ যখন জরাজীর্ণ, রুগ্ন ও মৃত ব্যক্তি এবং সন্ন্যাসী দর্শন করিবেন সেই সময় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইবেন। এখন সিদ্ধার্থের ধ্যানের বিষয় অবগত হইয়া তিনি চিন্তিত হইলেন

এবং অবশেষে তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য দণ্ডপানি শাক্যের পরম রূপগুণবতী কন্যা গোপার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়াও রাজা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, পাছে কুমারের মনে বৈরাগ্য আসে এই ভয়ে তিনি রোহিণী নদীতীরে এক প্রমোদপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সিদ্ধার্থের বাসের ব্যবস্থা করিলেন, এবং যাহাতে সিদ্ধার্থ দুঃখের দৃশ্য না দেখিতে পান তজ্জন্য তথায় সকল রকম আনন্দের ব্যবস্থা করিলেন।

গার্হস্থ্যজীবন ও গৃহত্যাগ।

বিবাহের পর কয়েক বৎসর সিদ্ধার্থের আনন্দে কাটিল। কিন্তু একদিন কোনও সঙ্গীত শুনিবার পর হইতে তাঁহার হৃদয়ে পুনর্ব্বার পূর্ব্বচিন্তার উদয় হইল। তিনি সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় ভ্রমণ করিতে যাইবার কালে দৈবক্রমে তিনি একদিন এক জরাজীর্ণ ব্যক্তি, একদিন এক রুগ্ন ব্যক্তি এবং অপর দিন এক মৃত ব্যক্তিকে দেখিলেন, এবং সকলকেই জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত এবং মৃত হইতে হইবে, ও জগতের ইহাই নিয়ম,

জানিয়া সংসার যে দুঃখময় এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল। কিসে এই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে সেই বিষয়ে তিনি ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় আর একদিন বেড়াইতে যাইবার কালে এক সন্ন্যাসীর প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি তাঁহার জীবনের পথ দেখিতে পাইলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া পুত্রপ্রাণ পিতামাতা ও পতিপ্রাণা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তখন তিনি ভাবিলেন যে সংসারের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে চলিয়াছে, আর না, যেমন করিয়াই হউক এই বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। অবশেষে উনত্রিংশ বৎসর বয়সে, পুত্র জন্মিবার সপ্তম দিবসীয় রাত্রিতে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণের জন্য, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই ঘটনা বুদ্ধদেবের মহাভি-নিষ্ক্রমণ নামে কথিত হয়।

সাধনা ও সিদ্ধি।

গৃহত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ প্রথমে বৈশালী নগরে গমন করিয়া অড়ার পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন শাস্ত্রশিক্ষা করিলেন। তৎপরে মগধের তৎকালীন রাজধানী রাজগৃহ নগরে গমন করিয়া রুদ্রক নামক এক ঋষির শিষ্য হইলেন। রুদ্রকের নিকট যোগশিক্ষা করিয়া তিনি পাঁচজন শিষ্য সঙ্গে গয়ার নিকটবর্ত্তী নৈরঞ্জনা নদীতটে উরুবিল্ল গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ছয় বৎসর কাল তপস্যা করেন, কিন্তু তাহাতেও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া তিনি তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, এবং শরীর রক্ষার জন্য পুনর্ব্বার ভোজনাদি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শিষ্য পাঁচজন তাঁহাকে উদরপরায়ণ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া কাশী প্রস্থান করেন।

সিদ্ধার্থের শিষ্য পাঁচজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে তিনি পুনর্ব্বার এক বট-তরুতলে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এইবার

তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তিনি জগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দেখিতে পাইলেন এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জানিতে পারিলেন, তিনি বুদ্ধ হইলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই ঘটনা সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি বলিয়া কথিত হয়। যে বৃক্ষতলে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা বোধিদ্রুম নামে বিখ্যাত।

ধর্ম্মপ্রচার।

সিদ্ধিলাভ করিবার পর বুদ্ধদেব অপর মানবগণকে মুক্তিপথ দেখাইবার জন্য নিজ ধর্ম্মমত প্রচারে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে কাশীর নিকট মৃগদাব (বর্ত্তমান নাম সারনাথ) নামক স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব পাঁচজন শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিষ্যেরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাঁহারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—

সংসার অনন্ত দুঃখময়। বিষয়-তৃষ্ণাই এই দুঃখের মূল কারণ। বিষয়-তৃষ্ণা বর্জ্জন করিতে পারিলেই দুঃখের নিবৃত্তি। দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত আষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেই আষ্টাঙ্গিক পথ হইতেছে, সম্যক্ দৃষ্টি, সঙ্কল্প ঠিক রাখা, সত্য কথন, সদাচরণ, সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সংজীবিকা গ্রহণ, আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন, ধারণা ঠিক রাখা, এবং জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকলের ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসন (নিরন্তর বিচার)।

বৌদ্ধ ইতিহাসে এই ঘটনা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ।

বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে উক্ত পাঁচজন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে তিনি সহজ ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৎসর পরে তিনি শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং রাজগৃহে আসিয়া মগধরাজ বিম্বিসারকে উপদেশ দিয়া নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তৎপরে তিনি এক সময় কপিলবাস্তু গিয়া তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কপিলবাস্তুবাসী-

দিগের অনেকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধ সমাজভুক্ত হইলেন। তাঁহার বালক পুত্র রাহুলও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাঁহার পত্নী গোপাও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং বৌদ্ধসমাজে সন্ন্যাসিনী-শ্রেণী স্থাপিত হইবার পর বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদিগের মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

তৎপরে বুদ্ধদেব মগধ, কাশী, কোশল, বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি নানা স্থানে ও নানা দেশে নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানকার স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং অনেকেই তাঁহাকে সশিষ্য ভোজন করাইয়া জীবন সার্থক করিত। হাজার হাজার নরনারী তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং তিনিও জাতি বর্ণ বিচার না করিয়া সকলকেই দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, উচ্চ নীচ, বর্ণভেদ রহিল না; পতিত পতিতাও তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধসমাজভুক্ত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীগণ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী (শ্রমণ ও শ্রমণা) নামে, এবং গৃহস্থগণ উপাসক উপাসিকা নামে পরিচিত।

দেহত্যাগ ।

এইরূপে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর বয়সে কপিলবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কুশীনগরের শালবনে এক শালবৃক্ষতলে দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগ করিবার পর, শাস্ত্রে চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণের পর যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধান আছে, সেই নিয়মে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল। তৎপরে তাঁহার দেহাবশেষ চিতাভস্ম আটভাগে বিভক্ত হইয়া আটস্থানে স্থাপিত হইল এবং প্রত্যেকের উপর এক একটী চৈত্য নির্ম্মিত হইল। বৌদ্ধ ইতিহাসে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ ঘটনা বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ নামে কথিত হয়।

দেহত্যাগের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন,—

জন্ম থাকিলেই মৃত্যু আছে। সকলেরই বিনাশ হইবে, কেবল সত্যেরই ধ্বংস নাই, সত্যই চিরকাল থাকিবে। তোমরা সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া নিজ নিজ মুক্তিসাধন কর। ধর্ম্মপথে চলিলে বিষয়াসক্তি, অহঙ্কার ও অবিদ্যা হইতে উদ্ধার পাইবে।

বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মৃত্যু বৈশাখী পূর্ণিমায় এবং গৃহত্যাগ ও ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

বুদ্ধদেবের জীবনকালের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মগধরাজ বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু, কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ এবং এইরূপ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বৌদ্ধমত গ্রহণ করায়, সহজেই বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত হয়। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পরও তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী কালে মগধসম্রাট অশোক ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্য হন। মহারাজ অশোকের পর শকবংশীয় রাজা কনিষ্কও বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের

জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সকল চেষ্টার ফলেই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, এবং আজও ঐ সকল দেশের কোটী কোটী নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

বুদ্ধবাণী

যে কর্ম্ম করিলে অনুতাপ করিতে হয় এবং যাহার ফলে দুঃখ পাইতে হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিত নয়; কিন্তু যে কর্ম্ম করিলে অনুতাপ করিতে হয় না এবং যাহার ফলে আনন্দ হয়, সেরূপ কর্ম্ম করাই ভাল।

কুকার্য্য না করাই উত্তম, কারণ ইহার জন্য পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয়। সৎকার্য্য করা উত্তম, কারণ ইহার জন্য পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয় না।

দূষিত-মনে কথা কহিলে বা কার্য্য করিলে সর্ব্বদা দুঃখ অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রসন্নমনে কথা কহিলে বা কার্য্য করিলে সর্ব্বদা সুখ অনুসরণ করিয়া থাকে।

ক্ষমাই পরম তপস্যা।

এই পৃথিবীতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা জয় করা যায় না, পরন্তু ক্রোধ-শূন্যতা দ্বারাই শত্রুতা জয় করা যায়।

লোকে আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাজিত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ

করিল, এই সকল চিন্তা যাহারা সর্ব্বদা মনে রাখে তাহাদের শত্রুভাব কখনও যায় না ; কিন্তু এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের শত্রুভাব দুর হইয়া যায়।

দুর্জ্জনদিগের কর্কশবাক্য সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিবে, কারণ জগতে দুর্জ্জন ব্যক্তিই অধিক।

পৃথিবীতে অনিন্দিত ব্যক্তি কেহই নাই। কেবল প্রশংসিত কিংবা কেবল নিন্দিত ব্যক্তি পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না।

জয় শত্রুতা আনয়ন করে এবং পরাজয় হইতে দুঃখ হইয়া থাকে। কিন্তু উপশান্ত ব্যক্তি জয় পরাজয় ত্যাগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হন।

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ, সাধুতা দ্বারা অসাধুতা, দান দ্বারা কৃপণতা এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। সত্য কথা কহিবে ; ক্রোধ করিবে না ; কেহ প্রার্থনা করিলে অল্প দ্রব্যও দান করিবে ; এই তিনটী উপায় দ্বারা দেবতাদের নিকট যাওয়া যায়।

ক্রোধ এবং অভিমান পরিত্যাগ করিবে। নাম এবং রূপে অনাসক্ত ব্যক্তিকে দুঃখ পাইতে হয় না।

কাহাকেও কর্কশবাক্য বলিবে না, কারণ প্রত্যুত্তরে কর্কশবাক্য শুনিতে হইতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখ-দায়ক। দণ্ডের প্রত্যুত্তরে দণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে।

কাহারও নিন্দা করিবে না, কাহাকেও প্রহার করিবে না, পরিমিত ভোজন করিবে, নির্জ্জন স্থানে বাস করিবে ও সর্ব্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখিবে।

নির্দ্দোষ, শুদ্ধ, নির্ম্মল পুরুষের নিন্দা করিলে পাপ হইয়া থাকে।

প্রাণীহত্যাকারী, মিথ্যাবাদী, পরদ্রব্য-গ্রহণকারী, পরদার-গমনকারী, সুরাসেবনকারী ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশের কারণ হয়।

অসত্যবাদী নরকে গমন করে। পরদারগমনকারী ব্যক্তি অপুণ্য লাভ করে ও হীনগতি প্রাপ্ত হয়।

জীবন সকলেরই প্রিয়। আপনার ন্যায় অন্যকে ভাবিয়া কাহাকেও হত্যা বা আঘাত করিবে না।

যে আপনার সুখের জন্য অপরের হিংসা করে, সে পরলোকে কোন প্রকার সুখ পায় না; কিন্তু যে ব্যক্তি সেরূপ করেন না, তিনি পরলোকে সুখ পাইয়া থাকেন।

কোন প্রকার পাপকার্য্য করিবে না, : সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং আপন চিত্তকে পবিত্র রাখিবে।

পাপ হইতে চিত্তকে নিবারণ কর, পুণ্যলাভ করিবার জন্য ত্বরা কর। পাপ সঞ্চয় করিলে দুঃখ হইয়া থাকে, পুণ্য সঞ্চয় করিলে সুখ হয়।

পাপকারী ব্যক্তি ইহলোকে পরলোকে উভয় লোকেই শোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুণ্যকারী ব্যক্তি ইহলোকে পরলোকে উভয় লোকেই আনন্দ প্রাপ্ত হন।

পাপকারিগণ নরকে গমন করিয়া থাকে, পুণ্যকারিগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

পাপের ফল পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি পাপকে মধুর বলিয়া মনে করে, কিন্তু পাপ পরিপূর্ণ হইলে তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়।

যতক্ষণ পাপ পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পাপী সুখ পায়, কিন্তু পাপ পরিপূর্ণ হইলে পাপীর অমঙ্গল হইয়া থাকে। যতক্ষণ পুণ্য কর্ম্মফল দান না করে, ততক্ষণ সাধু ব্যক্তি দুঃখ পাইয়া থাকেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিলে সাধু ব্যক্তির মঙ্গল হয়।

জগতে এমন কোনও স্থান নাই যেখানে থাকিলে

পাপের ফল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং জগতে এমন কোনও স্থান নাই যেখানে থাকিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হীরক যেমন প্রস্তরময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করে, সেইরূপ নিজকৃত পাপও নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে মথিত করে।

যেমন বিন্দু বিন্দু জল দ্বারা কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অল্প অল্প পাপ করিতে করিতে মূর্খ ব্যক্তি পাপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এবং অল্প অল্প পুণ্য কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যান।

আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই। দ্বেষের ন্যায় পাপ নাই। শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই। লোভের ন্যায় রোগ নাই। স্বাস্থ্যই পরম লাভ। সন্তোষই পরম ধন। বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি।

অনাবৃত্তি মন্ত্রের মলা। অসংস্কার গৃহের মলা। আলস্য দেহের মলা। অসতর্কতা রক্ষকের মলা। দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের মলা। গর্ব্ব দানকারীর মলা। পাপকর্ম্ম ইহলোক ও

পরলোক উভয় লোকেই মলা। অবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মলা।

বাসনাই দুঃখের মূল। বাসনার ধ্বংস না হইলে দুঃখ পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে।

তৃষ্ণার সমান নদী নাই। তৃষ্ণাক্ষয় সর্ব্ব দুঃখকে অভিভূত করে।

তৃষ্ণা ও আসক্তি বর্জ্জনকারী ব্যক্তি জ্ঞানী ও মহাপুরুষ বলিয়া কথিত হন।

বিষয়বাসনাহীন ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন।

মাকড়সা যেমন নিজের জালে বদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আসক্তিযুক্ত পুরুষ নিজের বাসনামূলক কর্ম্মফলে বদ্ধ হইয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হন।

প্রিয় বা অপ্রিয় উভয়বিধ বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ-বিহীন হইবে, কারণ প্রিয় বস্তুর অদর্শন এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয় হইতেই দুঃখ আসিয়া থাকে। সংসারে যাঁহাদের প্রিয়ও কিছু নাই, অপ্রিয়ও কিছু নাই, তাঁহাদের বন্ধন নাই।

আত্মাই আত্মার প্রভু, আত্মাই আত্মার আশ্রয়, আত্মাকে সংযত কর।

সাধারণ লোককে জয় করা অপেক্ষা আত্মজয় শ্রেষ্ঠ। যিনি আত্মজয় করিতে পারেন, তিনি যুদ্ধে হাজার হাজার লোক-জয়কারী ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন এবং সংযতভাবে বিচরণ করেন, তাঁহার জয়কে কেহই পরাজয় করিতে পারে না।

সংযতচিত্ত মাতা পিতা বা আত্মীয়ের অপেক্ষা অধিক উপকার করে।

একজন শত্রু একজন ব্যক্তির যত ক্ষতি করিতে পারে, বিপথগামী-চিত্ত মানবের তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

কষ্টে দমনযোগ্য, লঘু এবং যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল, কারণ সংযতচিত্ত সুখ প্রদান করে।

দেহ বাক্য ও মন এই সকল বিষয়ে সংযমই মঙ্গলজনক।

যাঁহার শরীর, বাক্য এবং মন সমস্তই সংযত, তিনিই যথার্থ সুসংযত। এই তিনটী কর্ম্মপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে। শারীরিক দুষ্কার্য্য ত্যাগ করিয়া শরীরের দ্বারা সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিবে। বাক্যের ক্রোধ দমন ও দুর্ব্ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বাক্য দ্বারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মানসিক দুষ্কার্য্য ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাঁহার চিত্ত, বাক্য এবং কর্ম্ম শান্ত হয়। সেইরূপ পুরুষকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। দেবতারাও তাঁহার অবস্থা প্রার্থনা করেন।

যাঁহার চিত্ত বাসনাহীন, যাঁহার মন কখন বিচলিত হয় না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও ভয় নাই।

যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সংযত নয়, যে ব্যক্তি অমিতাহারী, অলস এবং উৎসাহহীন, সে ব্যক্তি প্রলোভন জয় করিতে পারে না ; কিন্তু যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সংযত, যিনি পরিমিত-ভোজী, শ্রদ্ধাবান্ এবং কর্ম্মঠ, সেই ব্যক্তি প্রলোভন জয় করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করে না, যে মিথ্যা কথা বলে এবং পরলোকে যাহার ভয় নাই, তাহার অকরণীয় পাপ কিছুই নাই।

জাগরিত ব্যক্তির নিকট যেমন রাত্রি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, শ্রান্ত পথিক যেমন অল্প পথকেও দীর্ঘ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ যাহারা সত্যধর্ম্ম জানে না, সংসার তাহাদের নিকট দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

ধ্যানবিহীন চিত্তে আসক্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু ধ্যানপরায়ণ চিত্তে আসক্তি প্রবেশ করিতে পারে না।

যিনি ধ্যানে নিরত না থাকেন তাঁহার জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই। যাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান উভয়ই আছে, তিনি নির্ব্বাণ (মুক্তি) লাভ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি উদ্যমের সময় উদ্যম করে না, যুবা এবং বলী হইয়াও অলস হয়, এবং যাহার চিত্ত বিতর্কাদিপূর্ণ, সেই নির্ব্বীর্য্য ও অলস ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

যাঁহার চিত্ত অস্থির, যিনি সত্যধর্ম্ম জানেন না এবং যাঁহার হৃদয় সন্তোষহীন, তাঁহার জ্ঞান কখন পূর্ণতা লাভ করে না।

প্রমাদের অনুসরণ করিবে না, কাম ও রতিসম্ভোগে

আসক্ত হইবে না। অপ্রমত্ত ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিপুল সুখ প্রাপ্ত হন। (প্রমাদ—ভ্রম, অনবধানতা)

প্রমাদঃমৃত্যুর পথস্বরূপ, অপ্রমাদ অমৃতের পথস্বরূপ। বাল-স্বভাব দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ প্রমাদের অনুসরণ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় রক্ষা করেন।

অপ্রমাদপরায়ণ ও প্রমাদে ভয়কারী ব্যক্তি অগ্নির ন্যায় সমস্ত বন্ধন দগ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি কখনও ধর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না।

শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি নিজের উপর নির্ভর করে, অপরে অপরকে শুদ্ধ করিতে পারে না। লোকে আপনার পাপে আপনি কষ্ট পায়; নিজে পাপ না করিলে নিজে পবিত্র থাকে।

তোমাকেই অধ্যবসায় করিতে হইবে, বুদ্ধগণ কেবল ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন।

পিতা, পুত্র, বন্ধু, কেহই ত্রাণ করিতে পারে না। জ্ঞাতি-গণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

অসৎ এবং আপনার অনিষ্টকর কর্ম্ম করা সহজ, কিন্তু সৎ ও আপনার হিতকর কর্ম্ম করা কঠিন।

পরের কথায় কান দিবে না বা পরে কি করিয়াছে না করিয়াছে তাহা দেখিবে না। নিজে কি করিয়াছি, না করিয়াছি, তাহাই দেখা উচিত।

পরের দোষ শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের দোষ শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে পরের দোষ বড় করিয়া দেখে, কিন্তু আপনার দোষ লুকাইয়া রাখে।

যাহা কর্ত্তব্য অগ্রে নিজে তাহার অনুষ্ঠান করিবে, পরে অন্যকে উপদেশ দিবে।

লোকে অপরকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেয়, যদি আপনাকে সেইরূপ করে, তবে আপনি সংযত হইয়া পরকেও সংযত করিতে পারে।

উত্তম বাক্য যদি কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহা হইলে তাহা বৃথা হয়।

ধর্ম্মদান সকল দানকে পরাজিত করে ; ধর্ম্মরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ ; ধর্ম্মজনিত আনন্দ সমস্ত আনন্দের অপেক্ষা অধিক।

যাঁহারা শাস্ত্রবাক্য শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দেন কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করেন না, তাঁহারা কখনও ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা অল্পমাত্র শাস্ত্র জানিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাঁহারাই ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারেন।

লোকে যদি জ্ঞানবান, সদাচারী ও পণ্ডিত সঙ্গী না পায়, তাহা হইলে তাহার একাকী বাস করা উচিত।

সাধুব্যক্তির দর্শনে মঙ্গল হয়, সাধু ব্যক্তির সহবাসে সুখ হয়, জ্ঞানী ব্যক্তির সহবাসে সুখ হয়। মুর্খের সহবাসে দুঃখ হয়, মুর্খের সহিত থাকিলে দীর্ঘকাল দুঃখ করিতে হয়।

যদি কোন ব্যক্তি আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আপনার সদৃশ ব্যক্তি না পান, তাহা হইলে একাকী থাকাই কর্ত্তব্য ; মূর্খের সঙ্গ করা উচিত নয়।

নিকৃষ্ট পুরুষের সঙ্গ করা উচিত নয়। মিত্র যদি পাপী

হয়, তাহার সঙ্গ করা উচিত নয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির এবং সৎ মিত্রের সঙ্গই ভাল।

যিনি যাহা করা উচিত নয় তাহা বলিয়া দেন, যিনি দোষ দেখিলে তিরস্কার করেন এবং যিনি বুদ্ধিমান, এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে মঙ্গল হয়।

ঈর্ষ্যাপরায়ণ, মৎসর (পরশ্রীকাতর বা পরনিন্দাকারী) ও শঠ ব্যক্তি কেবল মিষ্টবাক্য দ্বারা বা শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা সাধু হইতে পারে না; কিন্তু এই সকল দোষহীন ও মেধাবী ব্যক্তি সাধু বলিয়া কথিত হন।

যিনি আপনার কিংবা পরের জন্য পুত্র, ধন বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করেন না, যিনি অধর্ম্ম দ্বারা আপনার সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি জ্ঞানী, শীলসম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন।

যিনি নিন্দা ও প্রশংসাতে বিচলিত হন না, সুখে বা দুঃখে পড়িয়াও উদ্ধত বা অবনত ভাব ধারণ করেন না, তিনিই পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ প্রভৃতি দোষযুক্ত, দমহীন ও সত্য-হীন, সেই ব্যক্তি গৈরিক ধারণের উপযুক্ত নহে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত, সদাচারী, দমগুণযুক্ত এবং সত্যা-শ্রয়ী ব্যক্তি গৈরিক পরিধানের উপযুক্ত।

যদি বাসনার নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে উলঙ্গ হইয়া অবস্থান, জটাধারণ, আহার ত্যাগ, ভূমিতে শয়ন. শরীরে ধূলি বা কর্দ্দম লেপন, কিংবা যোগের আসন, কিছুতেই শোধন করিতে পারে না।

কেবল মস্তক মুণ্ডনের দ্বারা শ্রমণ (সন্ন্যাসী) হওয়া যায় না। মিথ্যাবাদী, ব্রতহীন, বাসনা ও লোভযুক্ত ব্যক্তি শ্রমণ হইতে পারে না।

পাপকর্ম্মকারী এবং অসংযত-ইন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ গৈরিক পরিধান করিলেও তাহাদিগকে মন্দ কার্য্যের জন্য নরকে যাইতে হয়।

যিনি শান্ত, দান্ত, নিয়ত (সংযত) ও ব্রহ্মচারী হন এবং দণ্ডদানে বিরত হইয়া সকল প্রাণীর মঙ্গলসাধন করেন, অলঙ্কার ধারণ করিলেও তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

নিরর্থক শত শত বাক্য অপেক্ষা একটি অর্থপূর্ণবাক্য শ্রেয়ঃ, কারণ তাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া থাকে। নিরর্থক সহস্র শ্লোক অপেক্ষা যে শ্লোক শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া থাকে. এরূপ একটী শ্লোক শ্রেয়ঃ।

দুশ্চরিত্র এবং অসংযত ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান্ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানহীন এবং অসংযত ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা জ্ঞানবান্ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

অলস ও হীনবীর্য্য ব্যক্তির শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য্য ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম্ম জানে না, তাহার শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম্ম জানেন. তাঁহার এক দিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত-নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করাও ভাল।

বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্কা বালিকাকে কন্যার মত জ্ঞান করিবে।

গৃহী-ধর্ম্ম।

পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য—

১। পুত্রকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা।

২। ধর্ম্মশিক্ষা দান।

৩। বিদ্যা দান।

৪। পুত্রের বিবাহ—সৎপাত্রে কন্যাদান।

৫। বিষয়াধিকার প্রদান।

পুত্রের কর্ত্তব্য—

১। পিতামাতার ভরণ-পোষণ করা।

২। কুলধর্ম্ম রক্ষণ।

৩। বিষয় রক্ষা।

৪। পিতার যোগ্য-পুত্র হইবার চেষ্টা।

৫। পিতামাতার স্মৃতিরক্ষা।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য—

১। সম্মান প্রদর্শন।

২। ভালবাসা।

৩। একনিষ্ঠতা।

৪। ভরণ পোষণ বেশ-ভূষায় তুষ্টিসাধন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য—

১। গৃহকার্য্যে দক্ষতা।

২। অতিথি-সেবা।

৩। সতীত্ব রক্ষা।

৪। মিতব্যয়ী হওয়া।

৫। শ্রমশীলতা।

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য—

১। উপহার দান।

২। মধুরালাপ।

৩। কল্যাণ-কামনা।

৪। আত্মবৎ ব্যবহার।

৫। সুখ সম্পত্তি বাঁটিয়া ভোগ করা।

সখ্য-লক্ষণ—

১। বিপদে রক্ষা করা।

২। আশ্রয় দান।

৩। বিষয় রক্ষা।

৪। বিবাদকালেও বন্ধুকে পরিত্যাগ না করা।

৫। পরিবার-পোষণ।

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য—

১। যথাশক্তি তাহার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া।

২। অন্ন, বেতন, পারিতোষিক দান।

৩। ঔষধ পথ্য প্রদান।

৪। ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়া দেওয়া।

৫। কর্ম্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য—

১। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান-প্রদর্শন।

২। সকলের শেষে বিশ্রাম করা।

৩। সন্তোষ অবলম্বন।

৪। কায়মনে প্রভুর সেবা করা।

৫। সবিনয় সম্ভাষণ।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য—

১। গুরুভক্তি।

২। গুরুর সেবা-শুশ্রূষা।

৩। আজ্ঞাপালন।

৪। গুরু-দক্ষিণা দান।

৫। বিদ্যাভ্যাস।

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য—

১। স্নেহ ও শিষ্টাচার।

২। ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান।

৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ।

শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য—

১। কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য্য সাধন।

২। আতিথ্য।

৩। অন্নবস্ত্র দান।

গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্ত্তব্য—

১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা।

২। ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান।

৩। শিষ্টাচার।

৪। ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহভঞ্জন।

৫। মুক্তিপথ প্রদর্শন।

দান, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থতা, গৃহস্থ-জীবনের পরম সম্বল।

দশ অনুশাসন।

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা-দানকালে দীক্ষিত ব্যক্তিকে এই সকল নিষেধ-বিধান প্রদত্ত হইত। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটী নিয়ম গৃহী সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়, শেষের পাঁচটী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগের প্রতি বিশেষ বিধান।

জীব হত্যা করিবে না।

চুরি করিবে না।

ব্যভিচার করিবে না।

মিথ্যা কথা বলিবে না।

সুরাপান করিবে না।

অকালে ভোজন করিবে না।

নৃত্য-গীতাদিতে আসক্ত হইবে না।

গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ করিবে না।

আরাম-শয্যায় শয়ন করিবে না।

সোণা রূপা গ্রহণ করিবে না।

চারিটি ধর্ম্ম-চেষ্টা।

১। যে পুণ্য লাভ হইয়াছে তাহার রক্ষা।

২। যে পুণ্য লাভ হয় নাই তাহার অর্জ্জন।

৩। পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ।

৪। যাহাতে নূতন পাপ না হয় তাহার ব্যবস্থা।

পরিশিষ্ট।

বৌদ্ধতীর্থ।

বৌদ্ধশাস্ত্রে চারিটী তীর্থস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—

১। কপিলবাস্তু।

২। বুদ্ধগয়া।

৩। সারনাথ।

৪। কুশীনগর।

এই সকল তীর্থের মধ্যে কতক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কতক নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং কতক রূপান্তরিত হইয়াছে।

কপিলবাস্তু—ইহা বুদ্ধের জন্মভূমি। বুদ্ধদেবের জীবনকালের মধ্যেই ইহা ধ্বংস হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র এবং উত্তরাধিকারীর দ্বারা কপিলবাস্তু ধ্বংস এবং শাক্যবংশ বিনষ্ট হয়। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মহারাজ অশোকের একটী খোদিত স্তম্ভ হইতে নেপাল-রাজ্যের নিকট কপিলবাস্তুর অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন।

বুদ্ধগয়া—এইস্থানে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহা বৌদ্ধগণের মহাতীর্থ। মহারাজা অশোক এই স্থানে এক বুদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ঐ মন্দির ভগ্ন হইলে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। যে বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন. এখন আর সেই পবিত্র বৃক্ষ বিদ্যমান নাই। এখন যে বৃক্ষ বোধিদ্রুম বলিয়া কথিত হয়, তাহা পরে রোপিত হইয়াছিল। এই তীর্থ হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ গয়াধামের নিকটবর্ত্তী।

সারনাথ—এই স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই এই স্থানে একটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ অশোক এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই স্থান হিন্দুগণের মহাতীর্থ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী।

কুশীনগর—এই স্থানে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। ইহা কপিলবাস্তু হইতে কুড়ি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

সমাপ্ত।